প্রেম লহর টুসু সঙ্গীত

লহর সুরে ব্যাপীত

মানভঞ্জন

কবি শ্রীবিরু সিং লাহা

সাং বিরামডি পোঃ রাঙ্গাডি

জেলা মানভূম।

—প্রকাশক—

শ্যামসুন্দর সিং

১ম সংস্করণ—১৯৫৬

২য় সংস্করণ—১৯৬০

৩য় সংস্করণ—১৯৭০

মূল্য ৬০ পয়সা।

শুন ওহে গ্রাহকগণ করি নিবেদন
অল্প বিদ্যা জনে দোষ করহ মার্জন।

এই যে প্রেম লহর টুসুগান আবিষ্কার করা হইয়াছে সুতরাং ইহা সম্পূর্ণরূপে ঠিক করিতে পারিলাম না। ইহাতে অক্ষরে ভুল ও শব্দে ভুল থাকায় আপনাদের প্রতি নিবেদন করিতেছি ইহা সংশোধন করিয়া লইবেন ও আমার দোষ ক্ষমা করিবেন। এই প্রেম লহর টুসু গান যেরূপ ভাবে আবিষ্কার হইয়াছে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিলাম। আমি মনের আনন্দে জমিন খনন করিবার জন্য জমিনে গয়াছিলাম—এমন সময় কতকগুলি নারী ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড় ইতে বেড়াইতে আমার বিরুদ্ধে কিছু টুসু গান শুনাইলেন এবং টুসু গান শুনিয়া আমার মন প্রাণ আনন্দ স্বরূপে জাগিয়া উঠিল এবং প্রেম লহর টুসু গান আবিষ্কার হইল এবং আমার কতক সঙ্গী লোক তাহা আদর করিয়া লইলেন ও দুই বৎসর পাট করিয়া আনন্দ বাড়াইয়া প্রেম লহর টুসু গান ছাপাইতে আদেশ করিলেন—এবং ছাপান করা হইল।

নিবেদন ইতি
শ্রীবিরু সিং লায়া

রং প্রেমের লহর টুসু গান জুড়া।
হৈল আনন্দ ভাবের গোড়া ॥
রামেশ্বর সিং শহন মূল গায়েনের হয় গোড়া।
উদ্ধব পেয়েছে ভাব সেই হৈল কড়াই ধরা ॥
হরতাল তাল ধরাল সঙ্গে যতি তাল ধরা।
নিত্য করে আনন্দিতে ভাঙ্গে সে বালির চূড়া ॥
পরেশনাথ, সিদাম দাস ছাপাইতে মন পুরা।
যতিবাবুর একেই মতি তাই হল ছাপাই করা ॥
সবাকার লিখে নাম, হলোনা খাতা সারা।
বিরু ভনে প্রকাশক সিং পবন, হয় চূড়া ॥

গণেশ বন্দনা

রং ওহে গণপতি।
করজোড়ে বন্দিহে চরণ দুটি ॥
দুহেতাঞ্জলি করি নতি হে বন্দি হে চরণ দুটি।
অগতির সুসঙ্গতী তুমি হে গণপতি ॥
ব্রহ্মময়ী মৃত্যুঞ্জয়ী হে, মা পিতা সর্ব্বজয়ী।
হও হে তুমি বিঘ্ননাশা ষোড়শ গুণ শকতি ॥

অনাথের নাথ তুমি হে, তুমি অনুকূল গতি ।
তব গুণে ভবপারে তরিয়ে যায় পাত ক ॥
জ্ঞানদাতা বিঘ্ননাশা হে, তুমি হে সৃষ্টিস্থিতি ।
পালনের হেতু তুমি বেদাগমে এই খ্যাতি ॥
অপার মহিমা তব হে, বর্ণিতে কি সকতি ॥
বিরু বলে অন্তকালে খণ্ডাইবে দুর্গতি ॥

টুসু বন্দনা

তুলসী পাত্রেতে ।
এস টুসু এস গো আনন্দিতে ॥
একাদশ মাস গত গো অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ।
পৌষ মাস আগত এল এস গো আনন্দিতে ॥
সঙ্কল্প না জানি আমি গো কেবল গো আনন্দিতে
ফুল তুলসী ভক্তি দিয়ে পূজিব চরণেতে ॥
নিয়ম প্রার্থনা আমি গো না জানি ভাল মতে ।
বিরু বলে এ অপরাধ ক্ষমা নিজ গুণেতে ॥

কৃষ্ণ উক্তি বাঁশীর (বয়ান)

রং জয় রাধে শ্রীরাধা বলে বাঁশী ।
বাঁশী বেজোরে দিবা নিশি ॥
কদমে হেলে রাধা বলে, মধুরে বেজো বাঁশী ।
শ্রীরাধা শ্রবণে পশি, দে রে গলে প্রেমফাঁসী ॥

শুনে বাঁশী রাই রূপসী, কোন না ছলে আসি।
আমায় দেখা দিবে রাধা গোপনে হাসি হাসি ॥
রাধা লাগি অনুরাগ, তার লাগি চরাই গাভী।
(আমার) প্রেমবিলাসী প্রাণের রাধায়, প্রাণ
সম ভালবাসি ॥
রাধা নামে নাইরে বাধা, রাধা গুণ গাও বাঁশী।
বিরু বলে অন্তকালে হবে রাধার নাবিকী ॥

সখী প্রতি রাধার উক্তি

রং কোনখানে সই কে বাজায় বাঁশী।
আমার মন করিল উদাসী ॥
সুমধুর তানে বাঁশী, বাজিছে দিবানিশি।
শুনে বাঁশী মন উদাসী থির হতে নারি সখী ॥
কোকিল জিনি বংশী ধ্বনি শ্রবণেতে প্রবেশি।
কুইলি জিনি বিনয় সুরে মরণ বিদারে সখী ॥
গুরুগরবিনী ছিলাম, ছিলাম গো গোকুলবাসী।
উখাড়িয়ে নিল সখী ভরম সরম ঐ বাঁশী।
কোন বিরলে এত ছলে কে বাজায় মধুর বাঁশী।
বিরু বলে কোন ছলে তারে জেনে আয় সখী ॥

রাধা প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং মধুর তানে যে বঁশী বাজায়
তারে তুমি কি নাই জান রাই ॥

তুমি জান প্রাণের বাঁশী, বাঁশুরী জানে তোমায়
হয়ে কি গো উদারিণী, ছলে কি শুধাও আমায় ॥
যে তোমারে আঁখিঠারে দাঁড়ায় কদম তলায়।
সেই বাজাল মোহন বাঁশী, বাঁশী শুনে প্রাণ জুড়ায়
অলকা তিলকা বলমালা, মালা দলে যার গলায়।
সে তোর প্রেম আশা করি আছে গো কদম
তলায় ॥
রাখাল সনে বনে বনে, গোচারণে যেই বেড়ায়।
তারেই বলি নুনি চোরা তুমি কি তায় বল রাই ॥

রাধা উক্তি

যমুনারি কুলে বুঝি, নইলে কদম তলাতে।
বাজায় বাঁশী কাল শশী বুঝি আমার জন্যেতে ॥
রং চল সজ'ন কালায় দেখিতে।
আমরা জল আ নবার ছলেতে ॥
হেলে দুলে সবাই মিলে, চলব কত মেজাজে।
রাস্তা ত্যজি রাস্তা করি যাব কদম তলাতে ॥

রং সজনি আমায় সঙ্গ দিতে
যেতে একলা মরি লজ্জাতে
সেইখানে যেতে ॥
ঃ রূপ অপরূপ, জাগল আমার মনেতে।
বাঁশীর স্বরে প্রেম বিরহ দহিছে অন্তরেতে ॥
রং চল সজনি কদম তলাতে।
কালায় হেরিয়ে প্রাণ জুড়াতে ॥
মনে আছে তোমার কাছে লজ্জা কি সই ব'লতে।
বিরু বলে কালার বিনে সম্বরিনা গৃহেতে ॥
রং চল গো আমি কালার সঙ্গেতে।
ও প্রেম করবে গো গোপনেতে ॥

রাধা প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং পারবি না রাখিতে গোপনে।
ও প্রেম করবি না রাখাল সনে ॥
পিরীতি না রয় গোপনে, জানে গো জগৎ জনে।
হস্তে ঢাকা চন্দ্রনা কি দেখায় না গো নয়নে ॥
লম্পট নিঠুর সেই, পিরিতি মরম কি জানে।
জানে বনে ধেনু চরা বেড়াতে রাখাল সনে ॥
রাজনন্দিনী উন্মাদিনী হও না গো রাখাল জন্যে।
ব্রজবাসী উপহাসি হবেই গো কোন দিনে।

ধৈর্য্য ধর কলেবর উতলা না হও প্রাণে।
রাখ গো ধরম ভরম সরম বিনয়ে বিরু ভনে ॥

রাধার উক্তি

রং বল সজনি আমি কেমনে।
ধৈর্য্য ধরি পরাণে ॥

কিক্ষণে সইগো চন্দ্র জলে কাইল বেলা অবসানে।
কিবা অপরূপে কালায় হেরে'ছ গো নয়নে ॥
বাঁশী লয়ে বাঁকা হয়ে, চরণ দিয়ে চরণে।
ত্রিভঙ্গেতে রয় দাঁড়ায়ে সেরূপ হেরি নয়নে ॥
আড় নয়নে সে মোর পানে, ফিরে চায় ক্ষণে ২।
উদাসিনী করিল আমায় বাঁকা আঁখির চাহনে ॥
কি করি উপায় সখিরে, গৃহেতে না মন মানে।
বিরু বলে কাজ কি কুলে প্রাণ বাঁচে না শ্যাম
বিনে ॥

রাধার বিয়োগ

রং কালা বিনে না বাঁচে পরাণ।
আমার হৃদে দহে কাম বাণ ॥

বঙ্কিম নয়নে কালা (আমার) হৃদে হানে কাম বাণ।
এড়াতে না পারি সখি আমি গো অবলা প্রাণ ॥

জাতি কুল ভরম সরম, করল কেটে খান খান।
মরি মরি ও গো সখি কিছু টুকু আছে প্রাণ ।
কোন মতে ধৈর্য্য চিতে, ধরায়না ধরায়না প্রাণ ॥
ঘূর্ণি বাউয়ে ফিয়ায় যেমন পতাকা না পায় ঠিকান
মন মদনে কালা বিনে, বাঁচেনা বাঁচেনা প্রাণ ॥
বিরু বলে কোথায় কালা দেখা দিয়ে রাখ প্রাণ ॥

রাধার প্রতি সখীগণের উক্তি

রং প্রাণ বঁধু তোর এনে মিলাইব এখনি।
তুমি ধৈর্য্য ধরে থাক ধনী ॥
সম্বর সম্বর প্রাণে, সম্বর চাঁদ বদনি।
আমরা থেকে অভাবটী তোর হইল কিগো বল ধনি
আমরা তোমার সহচরী, কি না সাধন জানি।
আকাশের চাঁদ ধরিয়ে এনে দিব লাও ধনি।
বসন ভূষণ পরি, মাথ কুসুম দামিনী ॥
আঁচড়িয়ে যতনেতে বাঁধ ধনি ফুল বেণী।
তুমি ভাবিছ যাহারে, সেও ভাবে তোমায় ধনি
বিরু পদ ভাবে চরণ তরি দিও রাইনখি ॥

শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাঁশীর বয়ানে রাধা প্রতি আবেদন

রং রাই গো আমার, আমার ওগো রাই।
আমার তুমা বিনে গতি নাই ॥

তব লাগি চরাই গাভী, মাঠে অরণ্যে বেড়াই।
তব নামে বাজাই বাঁশী তুমা বিনে জানি নাই ॥
দিবানিশি চন্দ্রমুখী অন্তরে ভেবে তোমায়।
পরাণ হল জর জর তোবিনে প্রাণ বাঁচে নাই ॥
এস এস প্রাণ পিয়ারে (আমায়) দেখা দিয়ে
প্রাণ বাঁচাও।
তো পিরীতি আশা করি আছি গো কদম তলায় ॥
জীবনে জীবনে ধনি, এক প্রাণে রেখো আমায়।
বিরু ভনে চরণে সার করেছি সন্দেহ নাই ॥

কৃষ্ণসহ রাধার সম্ভাষণ

রং আর বেজনা পরাণের বাঁশী।
বাঁশী এত নিবেদন করি ॥

কিবা লাগি রাধা বলি, বাইজ হে দিবানিশি।
দিবানিশি শুনে বাঁশী মন হইল হে উদাসী ॥
বল বল ওহে বাঁশী, মনে তোমার কি অভিলাসি।
সাধ্য যদি হয় হে আমার আমি হে চেষ্টা করি ॥

রাধা প্রতি কৃষ্ণ উক্তি

রং ফুল বাসরে আসিব আমি।
ধনি সাজাবে কুঞ্জখানি॥
শশীর বয়ানে ধনী, কেন গো বাউলি'ন।
প্রাণ জুড়াতে আনন্দেতে সাজাবে কুঞ্জখানি॥
নিকুঞ্জেতে আনন্দেতে রইবি গো সুবদনি।
হাসি হাসি করবে খেলা সঙ্গে লয়ে সজনি॥
গুঞ্জে অলি ফুলে মিলি সৌরভেতে যেমনি।
তেমনি তব কুঞ্জে আমি পুহাইব রজনী।

চন্দ্রাবলির প্রার্থনা

রং কুঞ্জে এস হে বংশীধারি।
আমি নইলে যে প্রাণে মরি॥
তব আসে নিতি নিতি, নিকুঞ্জ সাজন করি।
ভালবাসি কাল শশী আসবে হে আশাকরি॥
যৌবনের ভার হে আমি. আর হে সহিতে নারি।
তোমা বিনে দিনে দিনে বিরহ জ্বালায় মরি॥
যৌবন সময়ে বঁধু (আমায়) রহিলে কেন পাশুরি।
যৌবন আমার বইয়ে গেলে হবে না যৌবন ফিরি।
ভক্ত বাঞ্ছাপূর্ণকারী এসহে রাসবিহারী।
ফুল বাসরে আসর করি কয় বিরু কর জুড়ি॥

চন্দ্রার প্রতি পদ্মার উক্তি

রং কি কারণে ও বিধুমুখি।
কেন বদন মলিন দেখি ॥

কি দুঃখ হয়েছে প্রাণে কেন হেন নিরখী।
এলোকেশী কি কারণে বাঁধলে না ফুল ঝুটি ॥
মণিহারা ফণি যেমন, বারি বিনে চাতকী।
তেমনি হেরি তোমায় ধনী কেন বা ঝরে আঁখি ॥

চন্দ্রা উক্তি

রং পদ্মাবতী কি বলিব সখী।
আমার প্রাণ কাঁদে শ্যাম না দেখি ॥

নিতি নিতি কুঞ্জ আমার, অকারণে যায় সখি।
বিনে বঁধু এ যৌবনে কেমনে হব সুখি ॥
কিবা সৌভাগ্যের কপাল, শ্রীমতীর আজ দেখি।
শ্যাম চাঁদ তার কুঞ্জেতে পুহাবেন সারারাতি ॥
আমি অনাথিনী হয়ে, এ যৌবনে লয়ে সখি।
বিরহ ভনে অকারণে মিছে যে গো প্রাণ রাখি ॥

পদ্মার উক্তি

রং চন্দ্রা গো তুমি বাসর সজ্জা কর।
আমি আন্‌বো ধরে তোর নাগর ॥

বনফুলে কুঞ্জ সেজো গো শয্যা সেজো মনোহর।
বঁধুর জন্যে হাসি ২ আনন্দ রেখো অন্তর ॥

চিনির পাক করিয়ে রেখো, আর রেখো ক্ষীর সর।
খিলি ১ পান খিলিতে বাটা পরিপূর্ণ কর॥
মধু ভরা ফুলে মালা, গাঁথ গো মালা মনোহর।
সুগন্ধী চন্দন ঘসি কুঞ্জ আমোদিত কর॥
জ্বেলে বাতি থেকো বসি আনন্দ করি অন্তর॥
বিরু বলে যেখানে পাই আন্‌বো ধরে তোর নাগর॥

পদ্মার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

রং অন্ধকারে পথের মাঝারে।
কে গো ধরিলে লোরে॥

লম্ফ দিয়ে পথ লয়ে, কে ধরিলে আমারে।
রোমাঞ্চিত অঙ্গ আমার পরাণ কাঁপিছে ডরে॥
কোন দোষী নাইগো আমি, দুঃখ দিনা কাহারে।
অদ্য আমি করি না চুরি ননি খেয়েছি ঘরে॥
গোধন চারণ ক'র সমাপন, গোধনে থুয়ে ঘরে।
আনন্দেতে নগর বেড়াই পড়লাম আমি কোন ফেরে

পদ্মার উক্তি

রং ভয়ের কারণ না ভেব মনে।
তোমার ভয় কিবা কোন জনে॥

দিবানিশি চন্দ্রাবলি, কাঁদিছে তোমার জন্যে।
চন্দ্রা সখী পদ্মা আমি তাই ধরেছি চরণে।
দয়াময় গুণনিধি, এই নিবেদি চরণে।
বিরু বলে চল হে শ্যাম চন্দ্রা কুসুম শয়নে॥

পদ্মার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

রং করগো ক্ষমা আজিকার নিশি।

আমি নই যে পরাণে সুখী ॥

নবীন বাছুরি আমি, কৈল্য যে গো হারিয়েছি।
সন্ধান না পেয়ে আমার মন যে বড়ই হয় দুখি ॥
বাছুরির জন্যে হাম্বা রবে, ডাকিছেন গাভী।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে আমি কেমনে হব সুখী ॥

পদ্মা উক্তি

রং বাছুরি খুঁজিতে জাননা।

নগর বেড়িয়ে বাছুর পাবেনা ॥

তোমারি বৎস বাছুরি, সে যে মোদের হয় চিনা।
চন্দ্রার আলয়ে আছে বঁধু হে তুমি ভেবনা ॥
মিছে ভারিভুরি আমায় না কর প্রবঞ্চনা।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে চল আজকে তোমায় ছাড়বনা ॥

চন্দ্রাবলীর প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

রং দাও গো ছেড়ে আমায় দাও যেতে।

ধনি আজিকার নিশিতে ॥

দাদা বলাই নগর বেড়াই পেয়েছিলাম রাস্তাতে।
এইখানেতে দেখা পেলে পড়ব কত লজ্জাতে ॥
কল্য আমি সারা নিশি, পোহাইব কুঞ্জেতে।
মনের বাসনা মিটাইব গো আদরেতে ॥

কোন মনে দুঃখ ধ্বনি. না ভেব অন্তরেতে।
তুমি আমার আমি তোমার আছে বাসি কাল হতে ॥

কৃষ্ণ প্রতি চন্দ্রার উক্তি

রং পেয়েছি শ্যাম তোমায় ছাড়বনা।
আমি ছাড়ব নাহে ছাড়ব না ॥
নিতি ২ হয় হে তোমার, রাই কুঞ্জে আনাগনা।
পায়ের নূপুর সাক্ষী আমার তাইত বঁধু হয় জানা ॥
পথ ভুলে ২ এলে. তাই দেখা পেলাম তোমায়।
হাতের নিধি ছেড়ে দিয়ে চাতক আমি হব না ॥
ভারিভূরি শুনবো না হে, কোন মতে ছাড়ব না।
চরণে নূপুর হয়ে বাজবো নূপুর বাজনা ॥
হয়ে আমার কুঞ্জে আমার বঁধুহে যদি রইবে না।
বিরু বলে এ ছার প্রাণ আর মিছে আমি রাখবনা ॥

শ্রীরাধার বিয়োগ

রং কুঞ্জে ও প্রাণ বঁধু না এল।
আমার বৃথায় নিশি পোহাল।
কাক ডাকে কোকিলা ডাকে, নিশি বুঝি পোহাল।
কুঞ্জে বঁধু এলনা আমার পরাণ যে বিকল হল ॥
মরমে মরমে কালায়, মুখ দেখান দায় হৈল।
ফুল বাসরে আদর কৈরে লজ্জা আমার সার হৈল।
বঁধুর জন্যে কত আশা, আমারে প্রেয়েছিল।
এলনা সেই কাল শশী প্রাণেতে দাগা দিল।

আশা ছিল আসবে বলে, কিন্তু বঁধু না এল।
বিরু বলে বঁধু আমায় নৈরাশাতে ভাসাল॥

বৃন্দার উক্তি ও রাধার মান

রং   বুঝবো বঁধুর কেমন বা মতি।
তুমি মান করগো শ্রীমতি॥

আসবে যখন কালশশী, তো কাছে হাসি হাসি।
অভিমানে রইবি মানে চাইবে না ফিরে আঁখি॥
লম্পট করি কপট, করবে কত মিনতি।
কোন কথা শুনবে না গো বলবে তাহার প্রতি।
এই নিয়মে মনগুমানে, থেকো গো কুলবতি।
মানে প্রেমের আদর বাড়ে বিরু বলে তাই লিখি॥

কৃষ্ণের প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং   কোন চরা দাঁড়ায়ে এখানে।
চুরি কৈররে বল কেমনে॥

নিশি শেষে চুরি আসে, কে আইলে এইখানে।
কেমনেতে করবে চুরি আমাদের রাই ধনে॥
কুঞ্জ সেজে সখি মাঝে, রাই রেখেছি যতনে।
কুঞ্জদ্বারে দ্বারি আমি আছি হে সাবধানে॥
সিঁদ কাটিতে সকাল হবে চুরি হবে কেমনে।
দিবসে করিলে চুরি পড়বে ধরা বন্ধনে॥
চুরি পেশা ছাড় আশা যাও ফিরে নিকেতনে।
বিরু বলে আপন মান রাখহ মানে মানে॥

(কৃষ্ণ প্রতি বৃন্দার উক্তি)

এস এস প্রাণ বঁধু হে সম্মুখে দাও দরশন।
না চিনেছি চোর বলেছি ক্ষম হে বংশীবদন ॥

রং তুমি হে আমাদের প্রাণধন।
এস হেরি হে তোমার বদন ॥

কিন্তু তোমার বসন ভূষণ, আজ কেন হেরি নূতন।
হলুদ বরণ দেখি বসন তাথে তিন খাইড়া লিখন ॥

রং বল হে শ্রীবংশী বদন।
এত চন্দ্রাবলির হয় বসন ॥

ভালবাসায় কত আশায় কাঁদালে রাইয়ের জীবন ॥
চন্দ্রাবলীর মন রাখিলে বুঝেছি কারণ ॥

রং নাই হে লাজ নিলাজ বদন।
তুমি আমায় কর প্রলোভন ॥

দুর্জ্জয় মানিনি রাধা হেরবে না তোমার বদন ॥
যাও হে ফিরে চন্দ্রাবলী করবে হে তোমায় যতন ॥

রং যাও ফিরে যাও নিলাজ বদন।
আমি করবো না আর আলাপন ॥

বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

রং চোর বল সই আমায় চিন নাই।
আমি হই যে তোদের প্রাণ কানাই ॥

প্রাণাধিকা রাই যে আমার তুমি কি গো জান নাই।
আশা লাগি কুঞ্জে আসি আসতে বলেছেন রাই ॥
দেরী দেখি কেন সখী, বাথায় গো গাত্র জ্বালাও
অকারণে হয় না দেরী সত্য করি কই তোমায় ॥
মিছা কেন বলব সখি, ছিলাম গো দেবার্চনায়।
দেবীর কারণ শুন বিবরণ সাক্ষী দাদা হয় বলাই ॥
আর দেরি সহিতে নারি, মদন জ্বরের জ্বালায়।
এই জ্বালাতে রাধা বিনে সখীরে প্রাণ বাঁচে নাই ॥
চোর হলে পলায়ে যেত রইত না সামনে দাঁড়ায়।
বিরু শুনে জেনে শুনে চোর বল গো এই কি দায় ॥

বৃন্দা প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

কোন মতে তোমার কাছে, খাটল না তা র ভুরি।
যা বলিলে তাই বলিলে তাই আমি স্বীকার করি ॥

রং প্রাণ সখী প্রাণ রাখ আমায় দেখাও কিশোরী ॥
আমি নইলে যে প্রাণে মরি ॥

মান শুনে কাঁপে প্রাণ, বলো না গো কি করি।
মানের দায়ে আমার হয় (তুমি) বুঝে দাও গো কিশোরী ॥

রং প্রাণ সখী প্রাণ রাখ, তে মায় এই বিনয় করি।
আমি নইলে প্রাণে মরি ॥

আমায় লইয়ে চল সখী যেখানে আছেন প্যারি।
প্রা ণ চেয়ে আমি রাধায় নিবেদন করি, প্রাণ সখী ॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের নিবেদন

রং কর গো ক্ষমা ও চাঁদবদনি।
আমার পানে ফিরে চাও ধনি॥
কি করি তোমায় পাণ্ডরি, হয়েছি দোষী আমি।
জনম ভৈরে আর তোমারে ভুলব নাগো কখনি॥
মান যে করিলে ধনি, মান ভিখারি হই আমি।
দাও গো মান রাখ প্রাণ আমার গো ঠাকুরাণী॥
প্রেম নয়ানে আমার পানে বারেক ফিরে চাও ধনী।
চাও ধনি চাও ধনি ধরি তব চরণ দুইখানি॥
নিষ্ঠুর হইয়ে মানের দায়ে (শ্যামে) কাঁদাস না সুবদনী।
বিরু বলে ধর গো তুলে কাজ কি মানে আর ধনী॥

রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং ও রাই ধর গো তুলে।
শ্যামের চূড়া ঠেকল গো চরণ তলে॥
নত চূড়া ধড়া বাঁশী গো, বাহু দুটী জোড় কৈরে।
মানের দায়ে ও তোর বঁধু, ভাসিছে নয়ন জলে॥
হের গো মান রাখ মান, সম্মান কর তুলে॥
প্রাণ বঁধু বঁধু বলে আদরেতে লও কোলে॥
ছি ছি রাধে রাধে গো, প্রাণ বঁধু চরণ তলে।
করজুড়ি বিনয় করে চাহগো নয়ন মেলে॥
শ্যাম কাঁদান নয় গো ভাল, ভেবে দেখ হৃদ কমলে।
বিরু বলে কাঁদাইলে কাঁদিতে হবে শেষকালে॥

বৃন্দা প্রতি কৃষ্ণের উক্তি

রং বৃন্দে আমি হইলাম গো বিদায়।
সখী এই দেখা দেখি তোমায়॥

প্রাণাধিকা রাই যে আমার, আমারে না ফিরে চায়।
কার লাগি সই এ প্রাণ রাখি, কাজ কি আমার আর বাঁচায়॥
লাওগো সখী মোহন বাঁশী, মালাখানি আর চূড়ায়।
রাধা বিনে রাই দামিনী, আর যে আমার সাজে নাই॥

রাধার প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং রাধে গো তোর ও প্রাণ বঁধুয়া।
চলে যায় অভিমান করিয়া॥

কার আশাতে মান মঞ্চেতে, রইলে ধনি বসিয়া।
গেছে কালা কুঞ্জ ছাড়ি তোর দামিনী ত্যজিয়া॥
কতনা মিনতি কৈল, তোর লাগি তোর বঁধুয়া।
তিলেক না হইল দয়া তার বিনতি শুনিয়া॥
আর না রাধে তোমায় সাজে, ই নিয়মে বসিয়া।
রাধা কুণ্ডে গেল বঁধু প্রাণ ত্যজিব বলিয়া॥
ধর ধর চূড়া বাঁশী, মালা লেগো পরিয়া।
বিরু বলে এই কি সখী প্রাণ যে উঠে কাঁপিয়া॥

বৃন্দা প্রতি রাধার উক্তি

রং কেন ধনী রাখিলি না শ্যামে।
আমি ব্রত করেছিলাম মানে॥

প্রাণের অধিক ভালবাসায় থাকি একপ্রাণে।
সদাই গো তোর ভরসা করি চেয়ে থাকি মুখপানে॥

তুঁই না আমায় মান শিখালি কত না গো নিয়মে।
মানের মান রাখিতে আমি, চাইনু না কালার পানে॥
ভালবাসায় কত আশায়, দুঃখ দিলি আমার প্রাণে।
লাভের আশায় মূল হারিয়ে দিলে গো প্রলোভনে॥
শ্যাম নাম অঙ্গে লিখে, দাও সখীরে এইক্ষণে।
প্রাণ ত্যজিব না বাঁচিব শ্যাম বিনে বিরু ভনে॥

রাধার খেদ

রং হায়রে আমার এধিক জীবনে।
ও মান করিয়েছিলাম কেনে॥

ব্রহ্মা আদি দেব যারে, সন্ধান না পায় ধ্যানে।
সেধনে চায় না নয়নে আমি কি নিঠুর প্রাণে॥
কার লাগি মান করি, রয়েছিলাম গোপনে।
কানু হেন গুণনিধি, চায়নু না হতজ্ঞানে॥
নিঠুর হয়ে শ্যাম হারায়ে, আছি আমি কেমনে।
ধিক ধিক আমার ধিক প্রাণ রাখি আর কার জন্যে॥
কোনখানেতে গেলে বঁধু এস ফিরে এইখানে।
বিরু বলে প্রাণ উথলে আমার হে তোমা বিনে॥

বৃন্দা কর্তৃক রাধার প্রতি সান্ত্বনা

রং আর কেঁদ না ও চাঁদবদনি।
এনে দিব গো তোর নীলমনি॥

মান করিয়ে কেঁদ ধনী, লজ্জাতে মরি আমি।
শুনিলে লোকে বলবে কি গো এ বড় পাগলিনী॥

ধৈর্য্য ধর কলেবর, রোদন ত্যজ ধনী।
মানের মান বজাই রেখে শ্যাম এনে দিব আমি॥

রাধার উক্তি

রং আর গো দেরি সহে না প্রাণে।
সখী আন আন শ্যাম ধনে॥
চূড়া বাঁশী মালা ত্যজি কুসুম শয়নে।
উদাসিনী হয়ে কালা আছেন বসি কোনখানে॥
কতনা যাতনা বঁধু, পেয়েছেন আমার জন্যে।
আন আন ক্ষমা চেয়ে লইব বঁধুর চরণে॥
বঁধু প্রতি দুঃখ আর, না দিব কোন দিনে।
বিরু বলে প্রাণের বঁধুয় রাখবো গো প্রাণে প্রাণে॥

রাধা কুঞ্জে কৃষ্ণের ধিক্কার

রং রাধা বলে প্রাণ চলে যারে।
প্রাণ আছ কার আশা করে॥
মান লয়ে রইল রাধা ত্যাগ করিলেন মোরে।
রাধা বিনে অকারণে রাখতে নারি আর তোরে॥
প্রাণে প্রাণে ছিলাম প্রেমে, ছিলাম কত আদরে।
হায়রে বিধি প্রেমের নিধি কেন বাড়ালে মোরে॥

বৃন্দার প্রতি কৃষ্ণার উক্তি

রং বৃন্দে সখী বল গো ভরিতে।
বুঝি এসেছ আমায় নিতে॥
প্রাণ বিসর্জিনা সখী, আমি গো তোমায় দেখে।
তোমার অপেক্ষা করি এখানে আছি বসে॥

বুঝি রাধা মান ত্যজি আমায় ক্ষমা করেছে।
বল বল শীঘ্র বল দেরী সহে না চিতে॥
যাই কর তাই কর সখী রাই মিলিয়ে দাও আমাতে।
রাধা বিনে প্রাণ যে আমার তিলেক না আর থাকে॥
আমার এই শেষ অনুরোধ, কহিলাম গো তোমাতে।
বিরু বলে রাধা বিনা জানিনা অন্তরেতে॥

কৃষ্ণ প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং আসি না শ্যাম তোমায় লইতে।
আমি এসেছি ফুল তুলিতে॥
রাই আমাদের সূর্য্য পূজা করিবেন আনন্দেতে।
তাই এসেছি তাড়াতাড়ি সরোবরের ফুল নিতে॥
তবে যদি রাধা লাগি, ভার দিলে হে আমাতে।
রাই মিলিয়ে দিব কিন্তু চলিতে হবে মোর মতে॥
হয়ে অধীন রাইয়ে স্বাধীন লিখে দাও দস্তখতে।
যোগীর বেশে ভিক্ষা মাগ লাও হে রাধার কাছেতে॥
মান ভিক্ষা দিবে রাধা, সন্দেহ নাই ইহাতে।
বিরু বলে কুঞ্জে চল রাই মিলিবে বঁধু হে॥

কৃষ্ণ উক্তি

রং দাও গো আমায় যোগী সাজিয়ে।
সখী বিভূতি দাও মাখিয়ে॥
হাতে লোটা চিমটা দাও উভ ঝুঁটী বাঁধিয়ে।
ত্রিশূল ডুমরু আমায় দাও গো সখী আনিয়ে॥

কৃষ্ণ প্রতি বৃন্দার উক্তি

রং পারব না শ্যাম যোগী সাজাতে।
আমি তোমায় হে কোন মতে ॥
রাধানাথ মোদের জীবন, হায়রে আমি কি মতে ॥
সুকোমল অঙ্গে ভস্ম কেমনে দিব মেখে ॥
তবে যদি হইবে যোগী শ্রীরাধা মান দায়েতে।
সদাশি। কাছে যোগীরূপ সেজে এস হে ॥

রাধাকুণ্ডে যোগীরূপ কৃষ্ণের উক্তি

রং দুয়ারে দাঁড়াল যোগীবর।
ভিক্ষা দিয়ে প্রাণ রেখো গো ॥
কল্য হতে উপবাসী, বেড়াই নগরে নগর।
ভিক্ষা মিলে নাই গো আমায় হয়েছি কাতর ॥
ক্ষুধানলে তনুজলে, টলমল করে গো।
চলিতে শকতি আমার হৃদয়ে না ধরে ॥
অভিমানে লইনা ভিক্ষা, মানে ভিক্ষা দিবে গো।
আঁচল ধরে ভিক্ষা দিলে প্রাণ যে শীতল হবে গো ॥

যোগী প্রতি রাধার উক্তি

রং নব যোগী নব বয়সে।
আহা মরি মরি কার তরে ॥
নব যোগী নব বয়সে।
প্রাণের অধিক তুমি আমার হে ॥

বল বল ওহে যোগী, থেকো তুমি কোন দেশে।
যোগীনি কি নাই হে তোমার নাই হে কেন সঙ্গেতে ॥
ভিক্ষা যে বা চাহ যোগী, ভিক্ষা দিব সত্বরে।
কিন্তু যোগীরূপ দেখে প্রাণ আমার কেমন করে ॥
বঁধু সম রূপ হেরি, তাইত মরি গুমুরে।
কাল অঙ্গে ভস্ম মাখা হেরিয়ে প্রাণ বিদরে ॥
লেহ লেহ ভিক্ষা মান ভিক্ষা দিলাম তোমারে।
দাস বিরু প্রতি বঁধু দেখাও যুগলরূপ ধৈরে ॥

যুগল মিলন

রং বদন ভৈরে বোল হরি।
রাই মিলেন গিরিধারি ॥
কৃষ্ণ বাঁমে রাই রূপসী, আহা কি মরি মরি।
এস এস ব্রজবাসী হেরি প্রাণ সফল করি ॥
চরণে চরণ শোভিত গায়ে গা মিশামিশি।
দুজনাতে ধরে বাঁশী কিবা রূপ প্রকাশি ॥
কিবা শোভা মনলোভা তুলনা দিতে নারি।
আনন্দেতে ভাসে বিরু শ্রীযুগল রূপ হেরি ॥

—মানভঞ্জন সমাপ্ত—

ফাঁস গান

রং দিদি হলুদ বেটে দে আমায়।
আমি স্নান করি সুবর্ণরেখায়॥
এস দিদি তরা করি, পাটি পেড়ে দাও আমায়।
পাড়াবাসী সঙ্গিনী মোর রাস্তাতে আছে দাঁড়ায়॥
ভাল বেসনেতে দিদি, বুঁদা ছেঁকে বাঁধ মিঠাই।
মিঠাই দিব আমার মত বয়সেতে সই পাতাই॥
গয়না পরিয়ে দাও আমারে, মতিহার দাও গলায়।
আর দেগো ষোল আনা কড়িটি সঙ্গে আমায়।
বুঝে খরচ করব কড়ি, যে কড়ি দিলে আমায়!
দশ আনাটি বিলিয়ে দিব, স্নান করিয়ে সান ঘাটায়॥
ছয়টি আনা কড়ি দিদি, রাখবো হৃদের খুঁট গিরায়।
বিরু বলে ভাল ভাল শুনে আমার প্রাণ জুড়ায়॥
রং তুঁইলো আমার সাদের নাতিনী।
এস বেঁধে দিব ফুলবেণী॥
পাড়াবাসীর সঙ্গে (যাবি) ধনী যাবি না একাকিনী।
দেখবি মেলা করবি খেলা চাইবি লো আর নয়ানি॥
ফুল আতরে মালিস কৈরে, দিয়ে মেহিন চিরুনি।
আয়লো বেনী বেঁধে দিব, সরু সুটি গাঁথনি॥
তাই বৈসায়ে কাঁজরা লয়ে ছাঁকবো বুঁদা এখনি।
দেশী চিনি ঘিয়ের মিঠাই বেঁধে দিব লাও ধনী॥
পান খাবি লো মিষ্টি দিয়ে, দিয়ে পান মহিনি।
বিরু বলে ছয় আনার পান খিলিটি লাও ধনী॥

ভ্রমরের অভিমান

রং বাঁসি মধু ভাল লাগে না।
আমি ঐ মধু পান করবো না ॥
মধুর আসে তব পাশে নিত্য করি আনাগোনা ॥
নিঠুর প্রাণে রইলি মানে রাখলি মধু দিলি না।
কলি কলি আমায় বৈলে করিলে প্রবঞ্চনা।
কাহার লাগি রাখলে মধু আমায় মধু দিলি না ॥
ফুটে আছ কদিন গত, হৈল সেত জানি না।
ফুটে রাসি দুদিন পরে মিষ্টি মধু থাকে না ॥
লঙ্কাপারে বাস করিনা বাস করি জানা শুনা।
বিরু বলে সময়েতে কেন খবর রাখলি না ॥

রং সরোবরের কমল ফুল আমি।
বঁধু থাকে মধু আমদানি ॥
ফুটে বাসি হইনা আমি, মধু বাসি না জানি।
নিতি নিতি হয় হে আমার নূতন নূতন যৌবনী ॥
ফুটে থাকি পেয়ে নি শ মধু লৈয়ে আমদানি।
দিবসেতে কলি হইয়ে হইয়ে থাকি মা ননি ॥
তব জন্য আমার জন্ম, হই সরোবর বাসিনী।
শষ হবে না ফুলের মধু যতদিন হে জিনগানি ॥

নৌকা বিলাস

রং বিন্দরিয়ায় এস পার করি।
তোরা কে যাবি মধুপুরী ॥
নয়া নুতন নই গো আমি, হই পুরাতন নাবিকী।
ব্রজবাসী পার করিতে বড়ই গো ভালবাসি ॥

কিছু কিছু লই গো কড়ি লই না গো অধিক কড়ি।
ষোল আনা পারের কড়ি নিয়মে আদায় করি॥
খেয়ার কড়ি মিটিয়ে দিলে পার করি তাড়া তাড়ি।
কড়ি বিনা পার করিতে অন্তরে লাগে ভারি॥
যার হাতে গো নাই ক কড়ি পার করিতে হয় দেরী।
বিরু বলে বদন ভরে বল সবে হরি হরি॥

রাধার বিরহ

রং ... কাল আসর বলে গেল কালিয়া।
কালা কই এল সই ফিরিয়া॥
কত না মিনতি করি বলে গেল প্রাণ প্রিয়া।
আজের বাসি কালকে আমি রহিব নাগো ভুলিয়া॥
কাল কাল করে কত, কাল গেল চলিয়া।
চাতকিনীর মত সখী আছি পথ হেরিয়া॥
দিন গত চেয়ে পথ রাত্র গত জাগিয়া।
বঁধু বিনে রইব কত প্রেম বিরহ সহিয়া॥
বিরহ অনল সখীরে, আমার হৃদে উঠে জাগিয়া।
জল দিলে নিভেনা ও সই তাপেতে শুকে হিয়া॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ প্রাণে, রেখেছি ভুলাইয়া।
বিরু ভনে বঁধু বিনে এবে প্রাণ যায় চলিয়া॥

সমাপ্ত

মুক্তি প্রেস, পুরুলিয়া।